

গুনাহ মার্ফের উপায়

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গুনাহ মার্ফের আমলগুলোর স্তরবিন্যাস

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল (রহ.)

[৫] এমন ‘আমল যা ব্যক্তির গুনাহগুলো সাধারণভাবে মার্ফ করিয়ে দেয় - ৬

৬৮. মুসাফাহা (হ্যাডশেক) করা :

মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করলে গুনাহ ঝড়ে যায়। নাবী (সা.) বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

“দু’জন মুসলিম সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মার্ফ করে দেয়া হয়।”[1]

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذْهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا

“যখনই দু’জন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ করে তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে সালাম দিয়ে তার হাত ধরে (মুসাফাহা করে), আর তার হাত ধরা কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়, তখনই তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়।”[2]

হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সা.) বলেছেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاضَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاضَرُورَقَ الشَّجَرِ

“যখন কোন মু’মিন আরেকজন মু’মিনের সাথে সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে সালাম দেয় এবং অপরের হাত ধরে মুসাফাহা করে তখন তাদের দু’জনের গুনাহসমূহ তেমনিভাবে ঝরে পড়ে যেমনিভাবে (বসন্তকালে) গাছের পাতা ঝরে পড়ে।”[3]

উল্লেখ্য যে, হাদীসগুলোতে ‘ইয়াদ’ বা ‘হাত’ একবচনে এসেছে। সুতরাং মুসাফাহা একহাতে (শুধুমাত্র ডান হাতে) হবে। উভয়ের দুইহাত দুইহাত চার হাতে নয়।

৬৯. জীবের প্রতি দয়া দেখানো :

ইসলাম শুধু মানবজীবনের প্রতিই দয়াদ্র হতে বলেনি, অন্যান্য জীবের প্রতিও দয়া দেখাতে উৎসাহ দিয়েছে। যে কোন জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে পাপ মার্ফ হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়। কুকুরের মত প্রাণীকে পানি পান করানোর কারণে একজন যেনাকারিণী মহিলাকে মার্ফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَتَزَعَّتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ

فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغَفَرَ لَهَا بِهِ

“কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ইসরাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামরার মোজা খুলে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। এই ‘আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।”[4]

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبَيْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ” فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

এক ব্যক্তি কোন পথ ধরে চলছিল, এমতাবস্থায় তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। এরপর সে বেরিয়ে এল। তখন সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিব বের করে হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাঁছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, কুকুরটির আমার মত তীব্র পিপাসা পেয়েছে। তখন সে কুয়ায় নামল এবং তার (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল পরে সে তার মুখ আটকে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পান করালো, মহান আল্লাহ তার (এ ‘আমলে) সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা হলে কি আমাদের জন্য এসব প্রাণীর ব্যাপারে (সদাচরণে)-ও সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি তাজা কলিজায় (প্রাণধারীতে) সাওয়াব রয়েছে।[5]

৭০. মানুষের কল্যাণ করা বা মানুষের কষ্ট দূর করা :

মানুষের কল্যাণ করলে বা মানুষের কষ্ট হয় এমন কিছু থেকে মানুষকে রক্ষা করলেও গুনাহ মাফ হয়। আবু হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْكَ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

“একদিন এক ব্যক্তি রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটায়ুক্ত ডাল দেখতে পেল। অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।”[6]

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন :

مَرَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِشَوْكَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكُ لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا ، فَغَفَرَ لَهُ

“এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁর পথে কাঁটা পড়ল। সে বলল, আমি অবশ্যই এই কাঁটা অপসারিত করব যাতে এটি কোন মুসলিমের কষ্টের কারণ হতে না পারে। তাঁকে এই জন্য ক্ষমা করা হল।”[7]

৭১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্র হয়ে আল্লাহর স্মরণ করা :

আল্লাহর জিকির একটি পৃথক ইবাদাত। বিভিন্নভাবে আল্লাহর জিকির করা যায়। আল্লাহর জিকির বা স্মরণ করার জন্য যদি কোথাও কিছু লোক একত্রিত হয় এবং সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতিতে আল্লাহর জিকির করে তাদের গুনাহ মাফ

করে তাদের গুনাহগুলো সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেছেন :

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ

“যখনই কিছু লোক কোথাও একত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে স্মরণ করে তখনই আকাশ থেকে একজন আহবানকারী তাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় উঠো, তোমাদের গুনাহগুলোকে সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।”[৪]

তবে এর অর্থ সম্মিলিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা নয়। কেননা তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ।

সুহায়ল ইবনু হানযালাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ قُومُوا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ

“কিছু লোক একটি মজলিসে বসে যখন আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ করে তারপর উঠে চলে যায় তখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের গুনাহগুলোকে সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।”[৫]

৭২. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা :

আল্লাহকে যারা অধিক স্মরণ করেন তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমার ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মু‘মিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফায়তকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।”[১০]

ফুটনোট

[1]. সুনান আবু দাউদ : ৫২১৪; মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৪৭; জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২৭২৭, হাদীসটির সনদ সহীহ।

- [2]. মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৪৮; সহীহ আল জামি' : ৫৭৭৮।
- [3]. আল মু'জামুল আওসাত : ২৪৫, সিলসিলাতুল আহাদীস আস্ সহীহাহ্ : ২৬৯২।
- [4]. সহীহুল বুখারী : ৩৪৬৭; সহীহ মুসলিম : ৫৯৯৮।
- [5]. সহীহুল বুখারী : ৬০০৯; সহীহ মুসলিম : ৫৯৯৬।
- [6]. সহীহুল বুখারী : ৬৫২, ২৪৭২; সহীহ মুসলিম : ৫০৪৯, ৬৮৩৫।
- [7]. মুসনাদ আহমাদ : ৮৪৯৮; আল আদাব আল মুফরাদ : ২২৯, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
- [8]. মুসনাদে আহমাদ : ১২৪৫৩, হাদীসটি হাসান।
- [9]. আল মু'জামুল কাবীর : ৬০৩৯।
- [10] সূরা আল আহ্যাব ৩৩ : ৩৫।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9133>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন